দৈনিক বাংলা

তারিখ 17/3/79
পৃষ্ঠা 5 ক. ৭ 9

030

নিরক্ষরতা দূরীকরণে নতুন দৃষ্টান্ত

উন্নয়নগামী দেশগুলোর অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হিসাবে নিরক্ষরতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখা গেছে যে বহু উন্নয়ন পরিকল্পনা কেবলমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই শেষপর্যন্ত সাফল্যমন্ডিত হতে পারেনি। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরম বিকাশের যুগেও বিশ্বে এমন বহু দেশ রয়েছে যেখানে কোটি কোটি মানুষ এখনো নিরক্ষরতার কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে আছে। এটা ব্যক্তি ও দেশের পক্ষে যেমন লজ্জাজনক অর্থনৈতিক দিক থেকেও তেমনি ক্ষতিকর।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনো নিরক্ষর। সাধারণ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষকে শিক্ষিত হিসাবে ধরে নিলেও এদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র ২২ ভাগ। বাকি শতকরা ৭৮ জন মানুষ নিরক্ষর এবং তারা দেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যে রাতারাতি বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা অসম্ভব। আমরা যদি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করতে চাই তবে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এর জন্য সরকারী সাহায্যের যেমন দরকার তেমনি প্রয়োজন দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতা এবং যারা নিরক্ষর তাদের সাক্ষর হওয়ার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আগ্রহ।

একটুখানি আত্মসচেতন হলে এবং একটু চেষ্টা করলে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া যে খুবই সহজ তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সম্প্রতি রংপুর জেলার সাদুল্লাপুর থানার জনসাধারণ। আর তাদেরই প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বগুড়া জেলার জয়পুরহাট ও পাঁচবিবি, পটুয়াখালী জেলার বেতাগী ও পাথরঘাটা, টাঙ্গাইলের ঘাটাইল ও মধুপুর এবং চট্টগ্রামের রাংগুনিয়ার জনসাধারণ।

কোন প্রকার সরকারী সাহায্য ছাড়া কেবলমাত্র স্থানীয় উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদ এবং এলাকার শিক্ষিত লোকদের প্রচেষ্টা ও আগ্রহে সাদুল্লাপুরে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করা হয়। অতি অল্পদিনের মাঝেই তাদের এই উদ্যোগে আশাব্যঞ্জক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

সমগ্র কার্যক্রমটিকে তাঁরা চারটি পর্যায়ে ভাগ করে কাজ আরম্ভ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে টিপসই দূরীকরণের মাধ্যমে কেবলমাত্র স্বাক্ষরদান শিক্ষা দেওয়াই হল এর মূল লক্ষ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজের পুরো নাম এবং ঠিকানা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম লিখতে শেখানো, তৃতীয় পর্যায়ে ছোট চিঠিপত্র এবং চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ে বই-পুস্তক পাঠ এবং হিসাবপত্র লেখার পদ্ধতি শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্য শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। প্রথমে সারা এলাকার নিরক্ষর লোকদের জরিপ করে তারা পর্যায়ক্রমে তাঁদের কর্মসূচী বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছেন।

প্রথম পর্যায় অর্থাৎ স্বাক্ষরদান শিক্ষার কাজ শেষ হয়েছে এবং এতে তাঁরা শতকরা ৮০ ভাগ সাফল্য অর্জন করেছেন। প্রথম পর্যায়ে নিরক্ষরদের স্বাক্ষরদান শিক্ষার ব্যাপারে সাদুল্লাপুরে এক অত্যন্ত চমকপ্রদ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাঁশের কঞ্চিদ্বারা উঠোন বা ঘরের মেঝেতে বড় বড় দাগ কেটে নিরক্ষরদের স্বাক্ষরদান শিক্ষা দেওয়া হয়। আসছে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করা হবে।

সাদুল্লাপুরের অনুকরণে বগুড়া, টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী এবং চট্টগ্রামের যেসব এলাকায় অনুরূপ অভিযান শুরু করেছেন তাঁরাও সাফল্যের পথে দৃঢ় পদে এগিয়ে যাচ্ছেন। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণ যদি সচেষ্ট হন এবং স্থানীয় উদ্যোগে এই অভিযানে অংশ নেন তবে স্বল্পতম সময়ে আমরা দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ তথা কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে পাবর এ আশা করা যায়। [পিআইডি ফিচার।]